بسم الله الرحمن الرحيم

# যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৫ মার্চ, ২০২২ মোতাবেক ২৫ আমান, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

দুদিন পূর্বে ২৩ মার্চ-এর দিন ছিল। জামা'তের মাঝে এ দিনটি **'মসীহ্ মওউদ দিবস'** নামে পরিচিত। এদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সর্বপ্রথম বয়আত নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ দিনটি উপলক্ষ্যে জামা'তে বিভিন্ন সভা-সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয় যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবি এবং যুগের নিরিখে তাঁর আগমনের প্রয়োজনীয়তা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁর জীবনচরিতের বিভিন্ন আঙ্গিক ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়। যুগের চাহিদা অনুসারে তাঁর আগমনের গুরুত্ব সম্পর্কে এক স্থানে তিনি এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা অনেক কৃপা করেছেন এবং স্বীয় ধর্ম, অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম এবং মহানবী (সা.)-এর সমর্থনে আত্মাভিমান প্রদর্শন করে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন যিনি তোমাদের মাঝে কথা বলছেন যেন তিনি সেই জ্যোতির প্রতি মানুষকে আহ্বান করেন। (এই) যুগে যদি এমন ফিতনা ও নৈরাজ্যের উদ্ভব না ঘটত এবং ধর্মকে মিটিয়ে দেয়ার যেসব অপচেষ্টা চলছে তা না হতো তাহলে কোন সমস্যাই ছিল না। এরপর আর কাউকে প্রেরণের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু এখন তোমরা দেখছ যে, ডান-বাম সর্বত্রই ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সকল জাতি উঠেপড়ে লেগেছে। সবদিকে, অর্থাৎ ডান-বাম যেদিকেই দেখ একই (ষড়যন্ত্র) যে, কীভাবে ইসলামকে ধ্বংস করা যায়। যখন তিনি দাবি করেন তখনও এ অবস্থাই বিরাজ করছিল এবং এ চেষ্টাই করা হচ্ছিল আর এখনও সেই একই অবস্থা। কিন্তু মুসলমান হওয়ার দাবিদার অধিকাংশ লোকই এ বিষয়টি বুঝতে পারে না। যাহোক তিনি বলেন, বারাহীনে আহমদীয়াতেও আমি উল্লেখ করেছি যে, ইসলামের বিরুদ্ধে ছয় কোটি পুস্তক রচনা ও সংকলনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্ভুত বিষয় হলো, ভারতবর্ষের মুসলমানদের সংখ্যাও ছয় কোটি (অর্থাৎ যখন তিনি একথা বলেছেন তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ছয় কোটি) আর ইসলামের বিরুদ্ধে রচিত পুস্তকের সংখ্যাও একই। এসব রচনার বাড়তি যা রয়েছে তা যদি ছেড়েও দেয়া হয় তবুও আমাদের বিরোধীরা একটি করে পুস্তক পাক-ভারতের প্রত্যেক মুসলমানের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। যদি আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান জাগ্রত না হতো এবং إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ – এর প্রতিশ্রুতি সত্য না হতো তাহলে নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, পৃথিবীর বুক থেকে ইসলাম উঠে যেত এবং এর নাম-চিহ্নও মুছে যেত। কিন্তু না, এমন হওয়া সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'লার গুপ্ত হাত এর সুরক্ষা করছে। স্বীয় দাবির পর তিনি (আ.) একথা বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন কীভাবে তাঁর সাথে রয়েছে আর পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'লার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ তাঁর সপক্ষে কীভাবে পূর্ণ হচ্ছে এবং নিজ মাহ্দী ও মসীহ্র সমর্থনে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ কীভাবে পূর্ণ হচ্ছে। যেমনটি আমি বলেছি, (এ সংক্রান্ত) বিভিন্ন সভা হয়ে থাকে তাতে আপনারা এসব কথা শুনে থাকবেন, এম.টি.এ.তে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে সেখানেও শুনে থাকবেন এবং এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও হয়ে থাকবে– এসব কথা শ্রোতামণ্ডলীর শোনা উচিত। এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণিত কিছু কথা তুলে ধরব। এগুলো সেসব ঘটনা বা বিষয় যা হযরত মুসলহ্ মওউদ (রা.) স্বয়ং দেখেছেন, অথবা হযরত মসীহ্

মওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে শুনেছেন, কিংবা কোন কোন বর্ণনাকারী তাঁকে শুনিয়েছেন যারা নিজেরা তা দেখেছেন। এসব বর্ণনাকারীর মাঝে আপন ও পর উভয়েই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এসব ঘটনা একদিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা উপস্থাপন করে আর অপরদিকে আমাদের সংশোধন এবং নিজেদের ঈমানের দৃঢ়তা (অর্জনের) প্রতিও মনোযোগী করে। এগুলো শুনে যদি আমাদের সংশোধন এবং উন্নতি করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি না হয় তাহলে এগুলো শুনে কোনো লাভ নেই। এজন্য এ দৃষ্টিকোণ থেকে এসব কথা আমাদের শোনা উচিত আর এখনও শুনুন যাতে আমরা আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করতে পারি এবং এগুলোকে আমরা আমাদের ঈমান দৃঢ় করার মাধ্যম বানাতে পারি।

নবীদের বিরোধীদের সর্বদাই এই অভিযোগ ছিল যে, তারা যে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কথা বলেন তা তাদেরকে অন্য কেউ শিখিয়ে দেয়। এমনকি মহানবী (সা.)-এর প্রতিও পবিত্র কুরআন সম্পর্কে এই আপত্তি রয়েছে যে, তাঁকে অন্য কেউ শিখিয়ে দিত (নাঊযুবিল্লাহ্)। অথচ এটি সেই মহাগ্রন্থ যার কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা সম্ভব নয়– এটি আল্লাহ্ তা'লার চ্যালেঞ্জ। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে আমি উল্লেখ করছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) **'বারাহীনে আহমদীয়া'** লিখার সময় সূচনাতেই লিখেন, আমি (এটি) এত সংখ্যায় লিখব। কিন্তু এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রত্যাদিষ্টের মর্যাদা দান করলে তিনি (আ.) বলেন, এই বিষয়টি এখন আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে নিয়ে নিয়েছেন, এ কাজের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন। পরিস্থিতি অনুসারে তিনি যে বিষয়বস্তু শিখাতে থাকবেন আমিও তা-ই বর্ণনা করতে থাকব। তখন বিরোধীরা এই আপত্তি উত্থাপন করে যে, তাঁকে অন্য কেউ লিখে দিত আর তিনি (আ.) তা বর্ণনা করতেন। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর এক বক্তৃতায় বলেন, সেই যুগে 'জমিদার' এবং 'এহসান' নামে দুটি পত্রিকা ছিল।

এ দুটি বিরোধী পত্রিকা একথাও লিখতে থাকে যে, মৌলবি চেরাগ দ্বীন হায়দ্রাবাদী নামে কেউ একজন ছিলেন আর তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এসব প্রবন্ধ লিখে পাঠাতেন যা তিনি (আ.) বারাহীনে আহমদীয়ায় ছাপিয়েছেন আর যতদিন পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে প্রবন্ধ আসা অব্যাহত ছিল তিনি (আ.) পুস্তক লিখতে থাকেন। কিন্তু যখনই তিনি প্রবন্ধ পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছেন তখন তাঁর পুস্তক লেখাও শেষ হয়ে গেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি বুঝতে পারি না যে, মৌলবি চেরাগ আলী সাহেবের কী হয়েছে? মানুষ যে বলে, তিনি লিখে দিতেন, (কাজেই) তার কী হয়ে গেছে যে, তিনি ভালো ভালো যেসব নিগুঢ়তত্ত্ব চিন্তা করেন তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে লিখে পাঠিয়ে দেন কিন্তু আশপাশের সাধারণ বিষয়গুলো নিজের কাছে রেখে দেন। মৌলবি চেরাগ আলী সাহেবই যদি (সত্যিকার) প্রণেতা হয়ে থাকেন তাহলে বারাহীনে আহমদীয়ার বিপরীতে তার পুস্তকগুলো রেখে দেখা যাক। তার কিছু পুস্তক রয়েছে সেগুলোকে বারাহীনে আহমদীয়ার বিপরীতে রেখে দেখুন! এগুলোর মধ্যে কি আদৌ কোন সম্পর্ক রয়েছে? কোথায় বারাহীনে আহমদীয়া আর কোথায় তার লেখনী। তাহলে কী কারণ যে, অন্যকে তো তিনি এমন প্রবন্ধ লিখে দিতে পারতেন যার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না কিন্তু যখন নিজের নামে কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করতে গিয়েছেন তখন তাতে সেই বিষয়টিই সৃষ্টি হয় নি। অতএব প্রথম বিষয় হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রবন্ধ লিখে পাঠানোর তার কী প্রয়োজন ছিল আর যদি পাঠাতেনই তাহলে উত্তম জিনিস নিজের কাছে রাখতেন এবং সাধারণ জিনিস অন্যকে দিতেন। যেভাবে যওক সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, যওক নামের এক কবি ছিলেন তার সম্পর্কে সবাই জানে যে, তিনি জাফরকে, অর্থাৎ বাহাদুর শাহ্ জাফরকে কবিতা লিখে দিতেন। অথচ **'দিওয়ানে যওক'** এবং **'দিওয়ানে জাফর'** এখন দুটোই পাওয়া। সেগুলো দেখলে সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় যে, যওকের কথার মধ্যে যে বাগ্মিতা ও গভীরতা রয়েছে তা জাফরের কথায় নেই। এ থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে,

তিনি যদি জাফরকে কোন জিনিস দিতেন তাহলে তা তার উদ্বৃত্ত হতে দিতেন আর ভালো জিনিস দিতেন না। যদিও জাফর বাদশাহ্ ছিলেন। মোটকথা প্রত্যেক বিবেকবান মানুষ এটি বুঝতে পারবে যে, মৌলবি চেরাগ আলী যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রবন্ধ লিখে পাঠাতেন তাহলে তার উচিত ছিল তত্ত্বজ্ঞানের উৎকৃষ্ট বিষয়গুলো নিজের কাছে রাখা এবং সাধারণ জ্ঞানের কথাগুলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে লিখে দেয়া। কিন্তু মৌলবি চেরাগ আলী সাহেবের বইপুস্তকও রয়েছে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকপুস্তিকাও আছে। এখন সেগুলো সামনাসামনি রেখে দেখুন– সেগুলোর মধ্যে কোনক্রমেই তুলনা করা যায় না। তিনি, অর্থাৎ মৌলবি চেরাগ আলী সাহেব তো তার পুস্তকগুলোতে বাইবেলের উদ্ধৃতি জমা করে রেখেছেন। কিন্তু অপরদিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের সেসব তত্ত্বজ্ঞান উপস্থাপন করেছেন যা বিগত তেরোশ বছরে কোন মুসলমান চিন্তাও করে নি। এসব মা'রেফত ও তত্ত্বজ্ঞানের শত ভাগের এক ভাগ, বরং সহস্র ভাগের এক ভাগও তার বইপুস্তকে নেই।

এরপর অন্য যেসব মৌলবি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে হইচই করে থাকে সেসব মৌলবি ও বিরুদ্ধবাদীর হইচই এবং বিরোধিতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) একস্থানে বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দাবি করেন তখন তাঁর এবং তাঁর অনুসারীদের অবস্থা বাহ্যিকভাবে খুবই দুর্বল ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির পূর্বে আমার জন্ম হয়। আমি প্রারম্ভিক যুগ না দেখলেও এর নিকটতম যুগ দেখেছি, অর্থাৎ বুঝদার হওয়ার পর। সে যুগও জামা'তের দুর্বলতার যুগ ছিল। মৌলবিরা মানুষকে বিভিন্নভাবে উত্তেজিত করতো এবং সম্ভব্য সকল পন্থায় দুঃখকষ্ট দিত, কিন্তু কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি। আল্লাহ্ তা'লার যেসব কাজ ছিল তা হতে থাকে।

এরপর যেসব বিরোধিতা হচ্ছিল সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কী প্রতিক্রিয়া ছিল– (এ সম্পর্কে) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আমি অনেক বার শুনেছি, মানুষ যখন গালি দেয় তখনও (একথা ভেবে) খারাপ লাগে যে, মানুষ আমাদের গালি দিয়ে কেন তাদের পরকাল নষ্ট করছে? আবার গালি না দিলেও আমার কষ্ট হয়, কেননা বিরোধিতা ছাড়া জামা'তের উন্নতি হয় না। গালি দেয়ার ফলে এই বিরোধিতার কারণে জামা'তের বার্তা (অন্যের কাছে) পৌঁছে যায়। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, অতএব গালি শুনেও আমাদের ভালো লাগে, তাই নানাবিধ আপত্তি কিংবা মানুষের গালমন্দের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয়।

পুনরায় তিনি (রা.) পাঞ্জাবী ভাষার একটি প্রবাদ বাক্য বর্ণনা করেন যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন আর সেটি হলো **'উঠ উড়ান্দে ই লাদ্দে জান্দে নে'**, অর্থাৎ উট চিৎকার করতে থাকলেও মালিক তার পিঠে হাত বুলিয়ে মালামাল চাপিয়েই দেয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উপদেশ দিয়ে বলেন, অনুরূপভাবে মানুষ যা-ই বলুক না কেন তোমরা নম্রতা ও প্রীতিপূর্ণ আচরণ কোরো, আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করবেন। এসব লোকের মধ্য থেকেই মান্যকারীরা সৃষ্টি হবে। এসব বিরোধিতা সম্পর্কে একস্থানে তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দাবি করেন তখন অল্পকিছু মানুষই তাঁর মান্যকারী ছিল। কিন্তু এরপর আথমের সাথে যখন মুবাহাসা হয় তখন মানুষ একটি পরীক্ষায় পড়ে যায় আর তারা মনে করে তাঁর (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিকভাবে পূর্ণ হয় নি। এরপর লেখরামের সাথে তাঁর মোকাবিলা হয়। তখন তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত প্রতাপের সাথে পূর্ণ হলেও হিন্দুদের মাঝে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আর তারা তাঁর ভীষণ বিরোধিতা আরম্ভ করে। অনুরূপভাবে যখন মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর ফতোয়ার যুগ আসে তখনও জামা'তের ওপর বড় বিপদ

নেমে আসে। এরপর যখন ডাক্তার আব্দুল হাকীমের ধর্মত্যাগের যুগ আসে তখন জামা'ত আরেক বিপদের সম্মুখীন হয়। মোটকথা, বিভিন্ন সময়ে এমন প্রবলভাবে বিরোধিতার ঝড় ওঠে, যারা দেখেছে তারা ধরে নিয়েছে যে, এখন এরা, অর্থাৎ জামা'ত ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু খোদা তা'লা এই সমস্ত বিপদ বা ঝামেলা দূর করার উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন আর সেসব ফিতনা জামা'তকে ধ্বংস করার পরিবর্তে জামা'তের উন্নতি ও সম্মানের কারণে পরিণত হয়েছে আর আজও এমনটি হচ্ছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তোমরা দেখে নাও, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগেও বিরোধিতার ঝড় উঠেছিল, জামা'তের বিরুদ্ধে কীরূপ বিরোধিতা সৃষ্টি হয়েছে, নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে আর মানুষ কীরূপে ধরে নিয়েছে যে, এখন এই জামা'ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রতিবার এ জামা'ত ধ্বংস হওয়ার পরিবর্তে খোদা তা'লার অপার কৃপায় পূর্বের তুলনায় অধিক উন্নতি করেছে। মোটকথা, এই হলো জামা'তের ইতিহাস আর ঐশী জামা'তের ইতিহাস এমনই হয়ে থাকে। বিরোধিতার এই ধারাও অব্যাহত থাকে। এখনও এমনই হয় আর এসব বিরোধিতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেই জামা'ত উন্নতি করতে থাকে আর এখনও ইনশাআল্লাহ্ উন্নতি করবে আর করছেও বটে। বিরুদ্ধবাদীরাও জোর প্রচেষ্টা করে, মুনাফেকরাও সর্বাত্মক চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আপন কাজ অবশ্যই পূর্ণ করেন। আল্লাহ্ যে কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তিনি পূর্ণ করেই ছাড়বেন, ইনশাআল্লাহ্।

বিরোধিতা সম্পর্কে এক বক্তৃতায় তিনি আরও বলেন, এর একটি দিক এটিও রয়েছে যে, মানুষের মাঝে বৈরিতা থাকে আর এসব বৈরিতার কারণে তারা আমাদের কথা শোনার প্রতি মনোযোগী হয় না। তাদের হৃদয়ে ক্রোধের সৃষ্টি হয়। এ জিনিস আমাদের জন্য ক্ষতির কারণই হয়ে থাকে। কিন্তু এর আরেকটি দিকও আছে আর তা হলো, কোন ব্যক্তি যখন বিরোধিতামূলক কোনো কথা শুনে তখন তারা যাচাই করতে উৎসুক হয় যে, আচ্ছা! এরা কতটা নোংরা লোক তা আমিও গিয়ে দেখি। আর তারা যখন যাচাই করে দেখে তখন তারা হতবাক হয়ে যায় যে, তারা আমাকে যেসব কথা বলেছিল আসল বিষয় তো সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীরা যা বলেছিল তা তো আহমদীদের কথা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর এভাবে তারা হেদায়েত তথা সত্যকে গ্রহণ করে নেয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি ছোট ছিলাম কিন্তু আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মসজিদে বসা ছিলেন, সেখানে বৈঠক চলছিল। রামপুর থেকে এক ব্যক্তি আসে। তিনি মূলত লখনৌ বা তার আশপাশের অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু থাকতেন রামপুরে। উচ্চতায় খাট, হালকা পাতলা গড়নের মানুষ ছিলেন; সাহিত্যিক ও কবিও ছিলেন। তাকে রামপুরের নবাব সাহেব উর্দূ প্রবাদের অভিধান লেখার দায়িত্বে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। এই ব্যক্তি এসে উক্ত বৈঠকে বসেন এবং নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, আমি রামপুর থেকে এসেছি আমি নবাব সাহেবের দরবারের পরিচারক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, এখানে আসতে আপনাকে কে প্রেরণা যুগিয়েছে? তিনি বলেন, আমি বয়আত গ্রহণ করতে এসেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আপনাদের ওই দিকে তথা রামপুরের দিকে তো আমাদের জামা'তের সদস্য খুবই কম আর সেদিকে তবলীগও অনেক কম হয় আপনাকে এদিকে আসতে কে প্রেরণা যুগিয়েছে? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই বাক্যটি আজও আমার কানে ধ্বনিত হচ্ছে আর আমি আজও সেকথা ভুলতে পারি নি অথচ তখন আমার বয়স ছিল ১৬ বছর। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রশ্নের উত্তরে তিনি অবলীলায় বলেন, এখানে আসতে আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে মৌলবি সানাউল্লাহ্ সাহেব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার স্বল্প বয়সের কারণে আমি তার কথা বুঝতে পারি নি, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার উত্তর শুনে হেসে ওঠেন এবং বলেন, তা কীভাবে? উত্তরে তিনি বলেন, মৌলবি সানাউল্লাহ্

সাহেবের বইপুস্তক নবাব সাহেবের দরবারে এসেছিল, নবাব সাহেব সেসব বই পড়তেন এবং আমাকেও পড়ার জন্য বলা হয়। তখন আমি স্থির করি এই ব্যক্তি যেসব উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছে আমি মির্যা সাহেবের পুস্তকাদি থেকে তা বের করে আসল উদ্ধৃতি দেখে নিব। আমি ভাবলাম এভাবে আমি আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে অনেক ভালো তথ্য-উপাত্ত একত্র করে ফেলব। কিন্তু যখন আমি উদ্ধৃতিগুলো বের করে পড়া আরম্ভ করি তখন বুঝতে পারি এগুলোর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। এতে আমার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায় আর আমি ভাবলাম পূর্বাপর আরও কিছু পৃষ্ঠা পড়ে ফেলি। আমি যখন সেগুলো পড়ি তখন অবগত হই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যে মান-মর্যাদা ও মাহত্ম্য মির্যা সাহেব বর্ণনা করেন তা এই বিরোধীদের হৃদয়ে মোটেই নেই। এরপর তিনি বলেন, ফার্সীর প্রতি আমার আগ্রহ ছিল। ঘটনাক্রমে ফার্সী দুর্‌রে সামীন আমার হস্তগত হয়। আমি তা পাঠ করি। আমি যখন এটি পাঠ করা আরম্ভ করি তখন আমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যায় আর আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, গিয়ে বয়আত করে নিব।

তাই বিরোধিতা একদিকে বিশৃঙ্খলার কারণ হয় অপরদিকে এর মাধ্যমে উপকারও হয়। তাই এ উভয় অবস্থাকে দৃষ্টিপটে রেখে আমাদের উচিত নিজেদের তবলীগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা। নবীর বিরোধিতা না হলেও তারা বিচলিত হয়ে পড়েন, কেননা বিরোধিতাই উন্নতির মাধ্যম যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন।

এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একস্থানে বলেন, মিশরীয় সাম্রাজ্য নিজ যুগে অত্যন্ত খ্যাতনামা পরাশক্তি ছিল। আর এর সম্রাট নিজ শক্তি ও ক্ষমতায় গর্ব করতো। অর্থাৎ ফেরাউনের যুগের কথা বলা হচ্ছে। এমন বাদশাহ্‌র বিপরীতে হযরত মূসা (আ.)-এর কোন যোগ্যতাই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যখন বাদশাহ্‌র কাছে যান, বাদশাহ্ তাকে হুমকি-ধমকি দেয় আর তাঁকে ও তাঁর জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করে আর বলে, তুমি যদি বিরত না হও তাহলে তোমাকে ও তোমার জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.) বিরত হন নি, বরং তিনি বলেন, যে বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্ব খোদা তা'লা আমাকে দিয়েছেন তা আমি অবশ্যই পৌঁছাব। পৃথিবীর কোন শক্তি আমার কাজে বাধ সাধতে পারবে না। একই অবস্থা হযরত ঈসা (আ.)-এর ছিল আর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অবস্থাও এমনই ছিল। হযরত মুসলেহ্ ম্ওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ব্যাপারেও আমরা একই অবস্থা দেখেছি। সব জাতি তার বিরোধী ছিল, এক অর্থে সরকারও তার বিরোধী ছিল। যদিও পরবর্তীতে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। যাহোক সব জাতি তার বিরোধী ছিল। সকল ধর্মের অনুসারীরা তার বিরোধী ছিল। মৌলবিরা তার বিরোধী ছিল। গদ্দিনশীন পীররা তার বিরোধী ছিল। জনসাধারণ তার বিরোধী ছিল। ধনী ও বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গ সবাই তার শত্রু ছিল। এক কথায় চতুর্দিকে বিরোধিতার এক ঝড় বিরাজমান ছিল। লোকজন তাকে অনেক বুঝিয়েছে। কেউ কেউ বন্ধু প্রতীম হয়ে তাকে বলেছে, আপনি আপনার দাবিসমূহের মাত্রা কিছুটা হ্রাস করুন। কেউ কেউ বলেছে, আপনি যদি অমুক অমুক কথা পরিত্যাগ করেন তবে সবাই আপনার জামা'তের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এসব কথার প্রতি তিনি কোন ভ্রুক্ষেপ করেন নি বরং সর্বদা তার দাবিসমূহ সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপন করতে থাকেন। আর এর ফলে হইচই ও আলোড়ন হতে থাকে, অত্যাচার-নিপীড়ন হতে থাকে। হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে। কিন্তু এমন অত্যাচার-নিপীড়ন সত্ত্বেও আর তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমন এক জগতের সাথে ছিল যার সাথে লড়াই করার জাগতিক উপায়-উপকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর কোন ক্ষমতাই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই মোবাবিলা অব্যাহত রাখেন।

আমার ভালোভাবে স্মরণ আছে, আমি বহুবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে বলতে শুনেছি, নবীর দৃষ্টান্ত ঠিক তেমনই যেমনটি লোকেরা বলে যে, এক গ্রামে এক আত্মভোলা বা উন্মাদ নারী ছিল। সে যখন বাইরে বের হতো তখন ছোট ছোট ছেলেরা একত্রিত হয়ে তাকে

উত্যক্ত করতো। তাকে উপহাস করতো। তাকে বিরক্ত করতো, তাকে নিয়ে কৌতুক ও হাসিঠাট্টা করতো। প্রতিনিয়ত তাকে বিরক্ত করতো। অপরদিকে সেই নারীও সেই ছেলেদের গালি দিত আর বদদোয়া করতো। অবশেষে গ্রামবাসী নিজেদের মাঝে পরামর্শ করে যে, এই নারী অত্যাচারিত আর আমাদের ছেলেমেয়েরা অযথা বা অন্যায়ভাবে তাকে বিরক্ত করে। অত্যাচারিত অবস্থায় সে তাদেরকে বদ্‌দোয়া দেয়। পাছে তার বদ্‌দোয়া কবুল হয়ে যায়। আমাদের উচিত, আমাদের ছেলেমেয়েদের বিরত রাখা, এর ফলে তারা তাকে বিরক্তও করবে না আর সেই নারী তাদেরকে বদ্‌দোয়াও দিবে না। সুতরাং এই পরামর্শের পর তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আগামীকাল থেকে গ্রামবাসীরা তাদের ছেলেদেরকে ঘরে আটকে রাখবে এবং তাদেরকে বাইরে বের হতে দিবে না। সুতরাং পরদিন সবাই তাদের ছেলেদের বলে দেয় যে, আজ থেকে বাইরে বের হবে না এবং অধিক সতর্কতাস্বরূপ তারা বাইরে থেকে দরজার শিকল লাগিয়ে দেয়। যখন সকাল হয় আর সেই উন্মাদ নারী প্রতিদিনের ন্যায় নিজ ঘর থেকে বের হয়, তখন কিছু সময় সে এদিক-সেদিক অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতে থাকে। কখনো এক গলিতে যায় আবার কখনো অন্য গলিতে। কিন্তু সে কোন ছেলেকে দেখতে পায় না। এর আগে এমন হতো যে, কোন ছেলে তার আঁচল ধরে টানছে, কেউ তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছে, কেউ তাকে ধাক্কা দিচ্ছে, কেউ তার হাত ধরে রেখেছে আর কেউ তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। কিন্তু আজ সে কোন ছেলে দেখতে পায় নি। দুপুর পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে। কিন্তু সে যখন দেখে যে, কোন ছেলে এখন পর্যন্ত ঘর থেকে বের হয় নি তখন সে বিভিন্ন দোকানে যায় আর প্রত্যেক দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করে যে, আজকে কি তোমাদের ঘর ভেঙে পড়েছে, বাচ্চারা কি মারা গিয়েছে, আসলে হয়েছে কী যে, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না? কিছুক্ষণ পর সে যখন এভাবে প্রত্যেক দোকানে গিয়ে এই কথা বলতে থাকে তখন লোকজন বলে যে, গালমন্দ তো এখনও শুনতে হচ্ছে, বদ্‌দোয়া তো এখনও দিচ্ছে আর ছেলেরা যখন তাকে বিরক্ত করতো তখন এমনই শুনতে হতো। তাই বাচ্চাদেরকে ছেড়েই দাও। তাদেরকে বন্দি করে কেন রেখেছ? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই গল্প শুনিয়ে বলতেন, এক দৃষ্টিকোণ থেকে নবীদের অবস্থাও এমনই হয়ে থাকে; মানুষ তাঁদেরকে উত্যক্ত করে, বিরক্ত করে, তাঁদের প্রতি অত্যাচার-নিপীড়ন করে এবং এরূপ অত্যাচার-নির্যাতন করে যে, তাঁদের জন্য জীবন-ধারণ করা কঠিন হয়ে যায়। আর এক শ্রেণীর মানুষের হৃদয়ে এই অনুভূতি সৃষ্টি হতে থাকে যে, মানুষ অত্যাচার-নির্যাতন করছে, তাদের এমনটি করা উচিত নয়। তিনি বলেন, কিন্তু তাঁরাও অর্থাৎ নবীগণও পৃথিবীবাসীকে ত্যাগ করতে পারেন না। পৃথিবীবাসী যখন তাঁদেরকে কষ্ট দেয়া বন্ধ করে দেয় তখন তাঁরা স্বয়ং তাদেরকে আলোড়িত করেন এবং জাগ্রত করেন, বাণী পৌঁছান, কোন কথা বলেন, তবলীগের প্রতি অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করেন যেন পৃথিবীবাসী তাঁদের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং তাঁদের কথা শুনে।

অতঃপর নবী রসূলের কঠোরতা প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে যে, নবী-রসূলরা কেন কঠোরতা প্রদর্শন করেন? এ সম্পর্কেও তিনি (রা.) বলেন, নবী-রসূলরা নিজ সত্তার জন্য কঠোরতা করেন না, বরং যদি কখনো কঠোরতা ও আত্মাভিমান প্রদর্শন করেও থাকেন তবে আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে করে থাকেন। (নতুবা) নিজ সত্তার ব্যাপারে তাঁরা একান্ত বিনয়ী হয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার লাহোরের একটি গলিতে এক ব্যক্তি তাঁকে ধাক্কা দেয়। ফলে তিনি (আ.) পড়ে যান। এতে তাঁর সঙ্গীরা উত্তেজনার বশে তাকে মারতে উদ্যত হয়। কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, সে নিজ উত্তেজনার বশে সত্যের প্রতি অনুরাগের কারণে এমনটি করেছে। এই ব্যক্তি মৌলবিদের কথা শুনে এটিই মনে করেছে যে, মির্যা সাহেব মিথ্যাবাদী তাই আমি আমার প্রতিশোধ গ্রহণ করি। সে সত্যের খাতিরে এমনটি করেছে, তাই তাকে কিছু বলো না। অতএব

নবী-রসূলগণ ব্যক্তিস্বার্থের জন্য কোন কথা বলেন না, বরং খোদার সম্মান প্রতিষ্ঠাকল্পে বলেন। তাই এমন ধারণা করা উচিত নয় যে, আল্লাহ্'র নবীগণও এমন আচরণ করে থাকেন। অর্থাৎ যদি কখনো তাঁরা কঠোরতা প্রদর্শন করেও থাকেন, তাঁদের ও সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। তাঁরা খোদা তা'লার জন্য করে থাকেন আর সাধারণ মানুষ নিজ ব্যক্তিস্বার্থে করে। অতএব তিনি (আ.) উপদেশ প্রদান করেন যে, যদি কারো মধ্যে এই অনুভূতি থাকে যে, আমি সত্যিকার অর্থে দুর্বল, তাহলে এমন ব্যক্তি কখনো পথভ্রষ্ট হতে পারে না। দুর্বলতার প্রতি তার সজাগ দৃষ্টি থাকবে। সে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য চাইবে। মানুষ পথভ্রষ্ট তখন হয় যখন সে বিশ্বাস করে যে, আমি সত্যের ওপর রয়েছি আর এরপর তার মাঝে অহংকার সৃষ্টি হয়।

অতএব আমাদের নবীদের আদর্শকে দৃষ্টিপটে রেখে সর্বদা বিনয়ের প্রদর্শন করা উচিত আর এটিই পাপ থেকে আত্মরক্ষারও উপায়। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আরেকটি উদ্বৃতি রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মুআবিয়ার নামাযের ঘটনা বর্ণনা করতেন যে, একবার তার ফজরের নামায কাযা হয়ে যায়। কিন্তু এই ভুলের কারণে তিনি অধঃপতিত হন নি, বরং উন্নতি করেছেন। শয়তান তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি, বরং তিনি আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেছেন। অতএব যার মাঝে পাপের অনুভূতি রয়েছে সে পাপ থেকে রক্ষা পায়। আর যখন পাপের অনুভূতি থাকে না তখন মানুষ (আরও) পাপে লিপ্ত হয়। অতএব মু'মিনের اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ –এর প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত আর এটি অনুধাবন করা উচিত যে, সে বিপদাপদ থেকে নিরাপদ হয়ে যায় নি। নিরাপদ কেবল তখনই হতে পারে যখন খোদার বাণী তাকে (একথা) অবগত করবে। অতএব মানুষের নিজ আত্মার দুর্বলতা সমূহ গণনা করা উচিত। এমন মানুষের জন্য আধ্যাত্মিকতার পথ উন্মুক্ত হয় যে নিজের (দুর্বলতা) গণনা করতে থাকে। যে ব্যক্তি এরূপ করে না তার জন্য আধ্যাত্মিকতার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। আর এমন মানুষ এরপর পথভ্রষ্ট হয়।

এক স্থানে তিনি বলেন, জাগতিক পরিশ্রম বা আধ্যাত্মিক পরিশ্রম ছাড়া কোন মানুষ সম্মান লাভ করতে পারে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, বর্তমান যুগে সকল প্রকার সম্মান খোদা তা'লা আমার সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। এখন সম্মান লাভকারী হয় আমার অনুসারীরা হবে অথবা আমার বিরোধীরা হবে। সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দেখ! হয় তারাই সম্মান লাভ করবে যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারী অথবা তারা (পাবে) যারা বিরোধিতা করে (আর) ধর্মীয় দিক থেকে নিজেদেরকে (কিছু একটা) মনে করে। অতএব তিনি অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, মৌলবি সানাউল্লাহ্ সাহেবকে দেখ! তিনি তেমন কোন বড় মৌলবি নন। তার ন্যায় হাজার হাজার মৌলবি পাঞ্জাব এবং হিন্দুস্তানে রয়েছে। তিনি যদি কোন বিশেষ সম্মান পেয়ে থাকেন তাহলে তা আমার বিরোধিতার কারণে। তারা এটি স্বীকার করুক বা না করুক, কিন্তু বাস্তবতা এটিই যে, আজ আমার বিরোধিতায় নতুবা অনুসরণেই সম্মান নিহিত। মোটকথা মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো আমার সত্তা। আর বিরোধীরাও যদি সম্মান পেয়ে থাকে তাহলে তা আমারই কারণে। অতএব আজও আমরা তা-ই দেখি। মৌলবিদের উপার্জনের ব্যবস্থা যদি হয়ে থাকে বা তারা যদি কোন সম্মান পেয়ে থাকে তাহলে তা আহমদীয়াতের বিরোধিতার কারণে। আর এখন তো রাজনীতিবিদরাও কোন কোন দেশে, বিশেষত পাকিস্তানে আহমদীয়াতের বিরোধিতার মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে যেন তাদের পদ বহাল থাকে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র হয়েছে সেগুলোর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধেও মানুষ ষড়যন্ত্র করেছে, হত্যা মামলা দায়ের করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বিরোধীদেরকে তাদের উদ্দেশ্যে

সর্বদা বিফল করেছেন। এমনই এক হত্যাচেষ্টার মামলায় মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসেন আর এই আশা নিয়ে আসেন যে, মির্যা সাহেবের হাতে হাতকড়া পরানো না থাকলেও আদালতে তিনি নাঊযুবিল্লাহ্ লাঞ্ছিত অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকবেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যে, সেই ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার, যার সামনে মামলা উপস্থাপিত হয়েছিল, সে আমাদের জামাতের বিরোধী ছিল আর জেলায় নিযুক্তি হতেই সে বলেছিল যে, এই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), যে কিনা আমাদের ঈসা মসীহ্র সম্মানহানী করে তাঁর সম্পর্কে বলে যে, তিনি মারা গেছেন, এখন পর্যন্ত সুরক্ষিত রয়েছে! তাকে কেন (এখনও) শাস্তি দেয়া হয় নি? আমি এখন তাকে শাস্তি দিব। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন তার সামনে উপস্থিত হন তখন আল্লাহ্ তা'লা এরূপ হস্তক্ষেপ করেন যে, তাঁর (আ.) চেহারা দেখতেই তার বিদ্বেষ দূর হয়ে যায় আর সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বসার জন্য তাঁর পাশে চেয়ারের ব্যবস্থা করে দেয় আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাতে বসে পড়েন। মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব, যিনি এসেছিলেনই এই উদ্দেশ্যে যে, তাঁকে (আ.) লাঞ্ছিত অবস্থায় দেখবেন, তিনি যখন দেখেন যে, তিনি (আ.) চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন তখন সহ্য করতে না পেরে তিনি ডেপুটি কমিশনার কাপ্তান ডগলাস-এর কাছে দাবি করেন যে, আমাকেও চেয়ার দেয়া হোক। তিনি অর্থাৎ মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন সাহেব ভেবেছিলেন, অপরাধীর জন্য যদি চেয়ার দেয়া হয় তাহলে সাক্ষী কেন চেয়ার পাবে না। কিন্তু কাপ্তান ডগলাস যখন এই কথা শুনে তখন সে খুবই অসন্তুষ্ট হয় এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, তোমাকে চেয়ার দেয়া হবে না। মৌলবি মুহাম্মদ হোসেন সাহেব বলেন, আমার পিতাকে লর্ড সাহেবের দরবারে চেয়ার দেয়া হতো, (তাই) আমাকেও চেয়ার দেয়া হোক। আমি আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের এডভোকেট আর আমার চেয়ার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তখন কাপ্তান ডগলাস বলে, বকবক করো না আর পিছনে সরে যাও এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। এখন তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অসম্মান দেখার পরিবর্তে খোদা তা'লা তাকেই লাঞ্ছিত করেছেন। এটি তো ছিল আদালত কক্ষের ভিতরের ঘটনা। মৌলবি সাহেব যখন বাহিরে আসেন তখন মানুষকে এটি দেখানোর জন্য যে, ভেতরেও তিনি চেয়ার পেয়েছিলেন, বারান্দায় রাখা একটি চেয়ারে তিনি বসে পড়েন। কিন্তু যেহেতু সেবকরা তা-ই করে থাকে যা তারা তাদের মালিককে করতে দেখে, চাপরাসি যখন দেখে যে, মৌলবি সাহেবকে ভেতরে চেয়ার দেয়া হয় নি আর এখন তিনি বারান্দায় এসে চেয়ারে বসে আছেন, তখন সে ভাবে যে, যদি সাহেব বাহাদুর এসে দেখে ফেলেন তাহলে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। তাই সে দৌড়ে এসে বলে, আপনার এখানে বসার অধিকার নেই, উঠে যান। এভাবে বাইরের লোকেরাও দেখতে পায় যে, মৌলবি সাহেব আদালতের ভিতরে কতটা সম্মান পেয়েছেন। মৌলবি সাহেব এতে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সামনে এগিয়ে যান, সেখানে কোন এক ব্যক্তি চাদর বিছিয়ে রেখেছিল, তিনি তাতে বসে পড়েন। কিন্তু ঘটনাক্রমে চাদরের মালিকও তৎক্ষণাৎ চলে আসে এবং বলে, আমার চাদর ছেড়ে দাও, তোমার বসার কারণে এটি নোংরা হচ্ছে, কেননা তুমি একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের পক্ষ হয়ে আদালতে সাক্ষ্য দিতে এসেছ। অতএব স্মরণ রেখ! আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যখন সাহায্য আসে তখন কেউ তা প্রতিহত করতে পারে না। পুলিশের অফিসার বা সিপাহী তো দূরে থাক, বড় থেকে বড় মানুষের জীবনেরও কোন ভরসা নেই আর এক সেকেন্ডে আল্লাহ্ তা'লা শত্রুদের ধ্বংস করে দিতে পারেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হও। আর তাঁরই কাছে দোয়া কর। হ্যাঁ, মু'মিনদের জন্য পরীক্ষা আসাও নির্ধারিত থাকে। অতএব যদি ধৈর্যের সাথে কাজ কর এবং দোয়া কর তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সেসব পরীক্ষা দূর করে দিবেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খ্রিষ্টানদের মাঝে একটি মুবাহেসা বা বিতর্ক হয়েছিল। তার যে বিবরণ রয়েছে তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীর মাঝে 'জঙ্গে মুকাদ্দাস' নামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই মুবাহেসা বা বিতর্কের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে তাঁর খুতবায় বলেন যে, হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) বলতেন, এখানে তিনি হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর বরাতে কথা বলেন যে, আথমের সাথে মুবাহেসায় আমরা যে দৃশ্য দেখেছি তাতে প্রথমত আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। অর্থাৎ তা দেখে প্রথমত আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। আর দ্বিতীয়ত এতে আমাদের ঈমান আকাশসম উচ্চতায় উপনীত হয়। হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) বলতেন, খ্রিষ্টানরা যখন মুবাহেসা বা বিতর্কের ফলে ত্যক্ত হয়ে যায় আর তারা দেখতে পায় যে, আমাদের কোন কৌশল কাজে আসে নি, তখন কতিপয় মুসলমানকে নিজেদের সাথে নিয়ে হাসিঠাট্টা করার উদ্দেশ্যে তারা এই দুষ্টামি করে যে, কিছু অন্ধ, কিছু বধির এবং কিছু নুলা ও ল্যাংড়া ব্যক্তিদের একত্রিত করে আর তাদেরকে বিতর্কের পূর্বে একপাশে বসিয়ে দেয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আগমন করতেই তৎক্ষণাৎ তারা সেই অন্ধ, বধির ও নুলা-ল্যাংড়া ব্যক্তিদের তাঁর (আ.) সামনে উপস্থাপন করে বলে যে, (শুধু) কথায় বিরোধের নিষ্পত্তি হবে না। আপনি বলে থাকেন যে, আমি মসীহ্ নাসেরীর মসীল বা প্রতিচ্ছবি আর মসীহ্ নাসেরী অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি প্রদান করতেন, বধিরদের শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে দিতেন এবং নুলা-ল্যাংড়াদের হাত-পা ভালো করে দিতেন। মসীহ্ নাসেরী তো এসব কাজ করতেন, আমরা আপনাকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য এখানে কতক অন্ধ, বধির এবং নুলা ও খোঁড়াদের একত্রিত করেছি। আপনি যদি সত্যিই মসীহ্র মসীল বা প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন তাহলে এদেরকে সুস্থ করে দেখান। খলীফা আউয়াল (রা.) বলতেন, আমরা সেখানে বসা ছিলাম। তাদের একথা শুনে আমরা হতোদ্যম পয়ে পড়ি। যদিও আমরা জানতাম যে, এগুলো কেবলই মনগড়া কথা, অর্থাৎ মসীহ্ নাসেরীর প্রতি যেসব কথা আরোপ করা হয় তাতে কোন সত্যতা নেই, তবুও আমরা হতোদ্যম হয়ে যাই। আমরা একারণে ঘাবড়ে যাই যে, আজ তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার সুযোগ পেয়ে যাবে, কিন্তু আমরা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চেহারার প্রতি তাকাই তখন দেখি যে, তাঁর চেহারায় অপছন্দ কিংবা অস্বস্তির কোন ছাপ নেই। তাদের কথা শেষ হলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, দেখুন পাদ্রী সাহেব! আমি যে মসীহ্র মসীল বা প্রতিচ্ছবি হবার দাবি করছি ইসলামী শিক্ষানুযায়ী তিনি এরূপ অন্ধ, বধির এবং নুলা-ল্যাংড়াদের সুস্থ করতেন না, কিন্তু আপনাদের বিশ্বাস হলো, মসীহ্ দৈহিক দিক থেকে অন্ধ, বধির এবং নুলা ও ল্যাংড়াদের সুস্থ করতেন। এছাড়া আপনাদের কিতাবে এটিও লেখা আছে যে, তোমাদের মাঝে যদি বিন্দু পরিমাণ ঈমান থাকে আর তোমরা পাহাড়কে একস্থান থেকে আরেকস্থানে সরে যেতে বল তবে তা সরে যাবে এবং তোমরা যদি অসুস্থদের গায়ে হাত রাখ তবে তারা সুস্থ হয়ে যাবে। সুতরাং আমার কাছে এই দাবি করা যেতে পারে না। আমি তো সেসব মু'জিযা দেখাতে পারি যা আমার মনিব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) দেখিয়েছেন। আপনারা সেসকল মু'জিযা দেখানোর দাবি জানালে আমি তা দেখাতে প্রস্তুত আছি। বাকি রইল এ ধরনের মু'জিযা, সেক্ষেত্রে আপনাদের কিতাবে বলা আছে যে, প্রত্যেক সেই খ্রিষ্টান, যার মাঝে এক সরিষা পরিমাণ ঈমান রয়েছে, সে অনুরূপ মু'জিযা দেখাতে সক্ষম যেরূপ হযরত মসীহ্ নাসেরী দেখিয়েছেন। তাই আপনি খুব ভালো কথা বলেছেন যে, আমাদের কষ্ট করা থেকে বাঁচিয়েছেন এবং এই অন্ধ, বধির এবং নুলা ও খোঁড়াদের একত্রিত করেছেন। এখন এই অন্ধ, বধির এবং নুলা ও খোঁড়ারা উপস্থিত আছে, আপনাদের মাঝে যদি এক সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকে তবে এদেরকে সুস্থ করে দেখিয়ে দিন। হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) বলতেন, আমরা দেখেছি যে, এই উত্তরে পাদ্রীদের এমন অবস্থা হয়েছে যে, বড় বড় পাদ্রীরা সেসব নুলা-ল্যাংড়াদের টেনে টেনে (সেখান থেকে) সরিয়ে

নিচ্ছিল। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্তদেরকে সকল ক্ষেত্রে সম্মান প্রদান করেন এবং তাঁদেরকে এমন এমন উত্তর শিখান যার ফলে শত্রুরা সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে যায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধিতা সম্পর্কিত শিয়ালকোটের একটি ঘটনা তিনি (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শিয়ালকোট গমন করলে মৌলবিরা ফতোয়া দেয় যে, তাঁর (আ.) বক্তৃতা শুনতে যারা যাবে তাদের বিয়ে ভেঙে যাবে, কিন্তু হযরত মির্যা সাহেবের (বক্তব্যের) আকর্ষণ এমন ছিল যে, মানুষ এই ফতোয়ারও কোন পরোয়া করে নি। তখন মৌলবিরা রাস্তায় প্রহরা বসায় যাতে মানুষকে যেতে বাধা দিতে পারে এবং রাস্তায় পাথর জমিয়ে রাখে যে, যারা এরপরও থামবে না তাদেরকে পাথর মারা হবে। এছাড়া তারা মাহফিল থেকে মানুষকে ধরে ধরে নিয়ে যেত যাতে মানুষ বক্তৃতা শুনতে না পারে। তিনি (রা.) বলেন, তখন বি.টি. সাহেব নামের একজন ছিলেন যিনি তৎকালে শিয়ালকোটের সিটি ইন্সপেক্টর ছিলেন আর পরবর্তীতে পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট হয়েছিলেন। বর্তমানে তার পদবী কি তা জানা নেই, অর্থাৎ যখন এটি বর্ণনা করা হচ্ছিল (তখনকার কথা)। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন সেই বি.টি সাহেব। মানুষ যখন হৈ চৈ আরম্ভ করে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় তখন হযরত সাহেবের বক্তৃতা যেহেতু তিনিও শুনেছিলেন তাই তিনি অবাক হন যে, এই বক্তৃতায় তো আর্যসমাজী এবং খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়েছে আর মির্যা সাহেব যাকিছু বলেছেন তা যদি মৌলবিদের চিন্তাধারার বিপরীতও হয় তবুও এতে ইসলামের ওপর কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় না। এখানে তো খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়া হচ্ছে। আর উক্ত বক্তব্য যদি সত্য হয় তাহলে তাতে ইসলামের সত্যতা সাব্যস্ত হয়। [মির্যা সাহেব যা বলছেন তা যদি সত্য হয়, তাহলে তো ইসলামের সত্যতা সাব্যস্ত হয়।] তাহলে মুসলমানদের দাঙ্গা-ফ্যাসাদ করার কারণ কী? যদিও তিনি সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন তবুও তিনি জলসার মাঝে দাঁড়িয়ে যান এবং বলতে থাকেন, ইনি তো বলছেন যে, খ্রিষ্টানদের ঈশ্বর মারা গেছেন। তিনি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন, হে মুসলমানেরা! তোমরা কেন এতে ক্রোধান্বিত হচ্ছ? [তিনি তো এ কথাই বলছেন যে, খ্রিষ্টানদের ঈশ্বর মারা গেছেন; এতে তোমাদের ক্রোধান্বিত হওয়ার কী আছে? এ তো তোমাদের জন্য সুখবর!] মোটকথা তারা আমাদের সাথে এমনই ব্যবহার করে থাকে; [অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীরা।] আর বাহ্যত এটিই দেখা যায় যে, যদি এদের মাঝ থেকে মানুষ আর্যদের দলেও চলে যায়, তাতে আমাদের কী যায়-আসে! [অর্থাৎ মুসলমানদের মাঝে কেউ যদি আর্যদের দলেও যোগ দেয়, তাতে মুসলমানদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু মির্যা সাহেবের কথা কেউ যেন না শোনে!] তিনি (রা.) বলেন, প্রকৃত বিষয় হলো, এরূপ চিন্তাধারা ভুল। [কোন মুসলমান যদি ধর্ম পরিবর্তন করে তবে আমাদের যায়-আসে।] তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন,

اے دل تو نیز خاطر ایناں نگاہ دار

کاخر کنند دعوی حب پیمبرم

অর্থাৎ, হে আমার হৃদয়! তুমি এদের খেয়াল রেখো; কেননা আর যা-ই হোক, এরা আমার নবী (সা.)-কে ভালোবাসার দাবি তো করে! (-ফার্সী পঙ্‌ক্তির অনুবাদ)

এই কারণে তাদের ধর্মান্তরিত হওয়াতে অথবা পথভ্রষ্ট হওয়াতে আমাদের হৃদয় অবশ্যই ব্যথিত হয়।

একদা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এক ব্যক্তি বলে যে, আমি আপনাকে অনেক শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আপনার দ্বারা অনেক বড় একটি ভুল হয়ে গেছে। আপনার জানা আছে, আলেমরা কারো কথা মানে না। কেননা তারা জানে যে, কথা মেনে নিলে তা আমাদের জন্য অপমানজনক হবে; মানুষ বলবে, এ বিষয়টি অমুক বুঝেছে, কিন্তু এরা (তথা মৌলবিরা)

বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই তাদেরকে স্বীকার করানোর উপায় হলো, তাদের মুখ দিয়েই যেন কথা বের করা হয়। আপনি যখন ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি অবগত হন, তখন আপনার উচিত ছিল, আপনি শীর্ষস্থানীয় আলেমদের নিমন্ত্রণ করতেন আর একটি মিটিং করে এ বিষয়টি তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতেন যে, ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার বিশ্বাসের মাধ্যমে খ্রিষ্টানদের অনেক সুবিধা হয় এবং তারা আপত্তি উত্থাপনের মাধ্যমে ইসলামের ক্ষতি করছে। তারা বলে, তোমাদের নবী মৃত্যুবরণ করেছে আর আমাদের ধর্মের প্রবক্তা আকাশে আছেন, তাই তিনি শ্রেষ্ঠ; বরং তিনি স্বয়ং ঈশ্বর- এর প্রত্যুত্তর দেয়া প্রয়োজন। যদি আপনি এই প্রশ্ন করতেন, তখন আপনার নিমন্ত্রণে আগত সেই আলেমরা একথাই বলতো যে, আপনিই বলুন; [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলতো যে, আপনিই বলুন- এর কী উত্তর হতে পারে?] তখন আপনি বলতে পারতেন, সিদ্ধান্ত তো আসলে আপনাদেরটাই সঠিক হওয়া সম্ভব; তবে আমার মতে অমুক আয়াত দ্বারা হযরত মসীহ্র মৃত্যু সাব্যস্ত হতে পারে। আলেমরা তাৎক্ষণিকভাবে বলতো, আপনার এ কথা সঠিক। বিসমিল্লাহ্ বলে আপনি ঘোষণা দিন; আমরা আপনাকে সমর্থন দিতে প্রস্তুত। মৌলবিদের স্বীকার করানোর জন্য সেই ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এই পদ্ধতি বলেন। তিনি আরও বলেন, এভাবে এই বিষয়টিও উত্থাপিত হতো যে, হাদীসে হযরত মসীহ্ (আ.)-এর পুনরাগমনের উল্লেখ আছে। কিন্তু মসীহ্ (আ.) যেহেতু মৃত্যু বরণ করেছেন, সেক্ষেত্রে ঐসকল হাদীসের কী অর্থ হবে? তখন কোন আলেম আপনাকে বলতো, আপনিই মসীহ্! আর সকল আলেম-ওলামা এ বিষয়ে সত্যায়নের সীল লাগিয়ে দিত। এই প্রস্তাব শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার দাবি যদি মানবীয় চালাকি-প্রসূত হতো, তাহলে নিঃসন্দেহে আমি এমনটিই করতাম। কিন্তু এটি ঘটেছে খোদা তা'লার নির্দেশে। খোদা তা'লা যেভাবে বুঝিয়েছেন আমি ঠিক সেভাবেই করেছি। বস্তুত চালাকি ও প্রতারণা মানবীয় কূটচক্রের মোকাবিলায় হয়ে থাকে, ঐশী জামা'ত কখনো এগুলোকে ভয় করে না। এ কাজ আমাদের নয়; বরং এটি খোদা তা'লার কাজ। তিনিই এই বাণীকে ছড়িয়ে দেবেন।

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের ঘটনা আমাদের জামা'তের প্রসিদ্ধ ঘটনা। এ ঘটনা সম্পর্কেও জনৈক বিরুদ্ধবাদী মৌলবি, যে সম্ভবত গুজরাতের বাসিন্দা ছিল, সে সবসময় মানুষকে বলতো, মির্যা সাহেবের দাবি শুনে কোনভাবেই বিভ্রান্ত হয়ো না। হাদীসসমূহে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে, ইমাম মাহদীর লক্ষণ হলো- তাঁর যুগে রমজান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হয়, আর যতক্ষণ পর্যন্ত রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত না হয়- ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দাবিকে সত্য মনে করো না। ঘটনাক্রমে তার জীবদ্দশাতেই চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে যায়। তার একজন আহমদী প্রতিবেশী ছিল। তিনি বর্ণনা করেন যে, যখন সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হয় তখন সেই মৌলবি বিচলিত অবস্থায় নিজ বাড়ির ছাদে উঠে পায়চারি করতে থাকে। সে পায়চারি করছিল আর বলছিল- **'হুন লোগ গুমরাহ্ হোঙ্গে, হুন লোগ গুমরাহ্ হোঙ্গে'**; [বারংবার একথা বলছিল;] অর্থাৎ 'এখন মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে!' সে এটি বুঝতে পারে নি যে, ভবিষ্যদ্বাণী যেহেতু পূর্ণ হয়েছে, তাই মানুষ মির্যা সাহেবকে মান্য করে হেদায়েত লাভ করবে; পথভ্রষ্ট হবে না। খ্রিষ্টানরাও একদিকে স্বীকার করতো যে, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত যাবতীয় লক্ষণাবলী পূর্ণ হয়েছে; কিন্তু অন্যদিকে মহানবী (সা.)-এর দাবি শুনে এই কথাও বলতো যে, দৈবক্রমে এখন একজন মিথ্যাবাদীও দাবি করে বসেছে। যেভাবে মুসলমানরা বলে, লক্ষণাবলী পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু ঘটনাচক্রে এখন একজন মিথ্যাবাদী দাবি করে বসেছে। এই হলো মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এমন কাকতাল একজন মিথ্যাবাদীর কপালে জোটে, অথচ সত্যবাদীর কপালে জোটে না!

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতীত জীবন সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেন, প্রত্যেক পাপ পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হয়। কখনো এমনটি ঘটে না যে, এক ব্যক্তি রাতের বেলা সত্যবাদী অবস্থায় ঘুমোয় আর পরদিন ভোরে উঠে জঘন্যতম মিথ্যাবাদীতে পরিণত হয়; অতীতে সে মানুষের ব্যাপারেও মিথ্যাচার করতো না, অথচ এখন ঘুম থেকে উঠেই খোদা তা'লা সম্পর্কে মিথ্যাচার করা আরম্ভ করে দেয়! এই নীতি অনুসারে আমরা হযরত মির্যা সাহেবের দাবির পূর্ববর্তী জীবনের দিকে দৃষ্টি দিই। তিনি (আ.) এখানকার হিন্দু সম্প্রদায়, শিখ মতাবলম্বী ও মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বারংবার ঘোষণা দিয়েছেন যে, তোমরা কি আমার (দাবির) পূর্ববর্তী জীবনাচরণের ওপর কোন আপত্তি করতে পারবে? অথচ কারোরই এই স্পর্ধা হয় নি, উল্টো তাঁর (আ.) নিষ্কলুষ চরিত্রের স্বীকারোক্তি দিতে হয়েছে। মৌলবি মুহাম্মদ হুসেন বাটালভি, যিনি পরবর্তীতে ঘোর বিরোধীতে পরিণত হন, তিনি নিজের পত্রিকায় তাঁর (আ.) জীবনের পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। আর জনাব জাফর আলী খানের পিতা নিজ পত্রিকায় তাঁর (আ.) প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, তিনি (আ.) অত্যন্ত পবিত্রচেতা ব্যক্তি ছিলেন। অতএব যে ব্যক্তি চল্লিশ বছর পর্যন্ত নিষ্কলুষ ও পবিত্র জীবন যাপন করেছেন, তিনি রাতারাতি কীভাবে ভিন্ন কিছু হয়ে গেলেন এবং বদলে গেলেন? মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত হলো, [অর্থাৎ সাইকোলজিস্টরাও বলেন,] যাবতীয় মন্দকর্ম ও চারিত্রিক ত্রুটি ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়; এক নিমিষেই চারিত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয় না। অতএব লক্ষ্য করুন! তাঁর (আ.) অতীত জীবন কতটা নিষ্কলুষ, ত্রুটিহীন ও আলোকোদ্ভাসিত ছিল।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কীভাবে সাহায্য করে গিয়েছেন– এ সম্পর্কে আমরা লক্ষ্য করি যে, তিনি লিখেন, যিনি খোদা তা'লা কর্তৃক প্রেরিত হয়ে থাকেন, তাঁর সাথে ঐশী সাহায্য-সমর্থন থাকে। যদি ঐশী সাহায্য-সমর্থন না থাকে, তবে সে খোদার প্রেরিত বা রসূল নয়। মানুষ তাকে ধ্বংস করে ফেলার উপক্রম করে, কিন্তু ঐশী সাহায্য এগিয়ে আসে ও তাঁকে সাফল্যমণ্ডিত করে এবং তাঁর শত্রুদের যাবতীয় চক্রান্ত ধূলিসাৎ করে দেয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। তাঁকে বিভিন্নভাবে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে; হত্যার জন্য ঘাতক নিযুক্ত করা হয়েছে, যাদের কথা জানাজানি হয়ে যায় ও তারা নিজেদের ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়। তাঁর (আ.) বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। বস্তুত মার্টিন ক্লার্ক তাঁর (আ.) বিরুদ্ধে হত্যার মিথ্যা মামলা সাজায় আর এক ব্যক্তি সাক্ষ্যও দেয় যে, আমাকে হযরত মির্যা সাহেব (হত্যাকাণ্ডের জন্য) নিযুক্ত করেছিলেন। সেই ম্যাজিস্ট্রেট, যে ঘোষণা দিয়ে বলেছিল যে, এই মসীহ্ ও মাহ্দী হবার দাবিকারককে আজ পর্যন্ত কেউ ধরে নি কেন? আমি তাকে ধরব! কিন্তু যখন মামলা হয়, তখন সেই ম্যাজিস্ট্রেট-ই বলে, আমার বিবেচনায় এটি মিথ্যা মামলা। বারবার সে একথাই বলেছে আর অবশেষে সেই ব্যক্তিকে খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে পৃথক করে পুলিশ কর্মকর্তার হেফাজতে রাখা হলে সে কান্না শুরু করে আর বলে দেয় যে, খ্রিষ্টানরা আমাকে (মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে) শিখিয়ে দিয়েছিল। এভাবে খোদা তা'লা সেই মিথ্যা অভিযোগকে নস্যাৎ করে দেন।

অনুরূপভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমাদের জামা'তের একজন অত্যন্ত উদ্যমী মুবাল্লেগ হলেন শিমলা-নিবাসী মৌলবি উমর উদ্দীন সাহেব। তিনি নিজের (বয়আত করার) ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনিও এই মানদণ্ড যাচাই করে আহমদী হয়েছিলেন। তিনি বলেন, শিমলায় মৌলবি মুহাম্মদ হুসেন ও মৌলবি আব্দুর রহমান সাইয়্যাহ্ এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি শলা-পরামর্শ করছিল যে, এখন মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়? মৌলবি আব্দুর রহমান সাহেব বলেন, মির্যা সাহেব ঘোষণা দিয়েছেন যে, আমি আর মুবাহেসা করব না। এখন আমরা মুবাহেসার বিজ্ঞাপন দিই; তিনি যদি এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হন তবে আমরা বলব, তিনি মিথ্যা বলেছেন; ইতিপূর্বে তিনি বিজ্ঞাপন

দিয়েছিলেন যে, আমি কারো সাথে মুবাহেসা করব না, অথচ এখন মুবাহেসা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন! আর যদি তিনি মুবাহেসা করতে এগিয়ে না আসেন, তখন আমরা চিৎকার চেঁচামেচি করব যে, দেখ, মির্যা সাহেব পরাজিত হয়েছেন! একথা শুনে মৌলবি উমর উদ্দীন সাহেব বলেন, এসবের কী দরকার আছে! আমি যাচ্ছি আর গিয়ে তাকে হত্যা করে এই ঝামেলা একেবারে শেষ করে দিচ্ছি। মৌলবি মুহাম্মদ হুসেন সাহেব বলেন, হে ছেলে! তুমি তো জানো না, এসব (চেষ্টা) আগেই করা হয়ে গিয়েছে। মৌলবি উমর উদ্দীন সাহেবের হৃদয়ে এই বিষয়টি দাগ কাটে যে, খোদা যে ব্যক্তির এতটা নিরাপত্তা বিধান করছেন, তিনি (নিশ্চয়) খোদার পক্ষ থেকেই হবেন। তিনি যদিও তরুণ ছিলেন, তবুও তিনি বুঝতে পারেন- আল্লাহ্ তা'লা (তাঁর) এতটা নিরাপত্তা বিধান করছেন যে এত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তিনি নিরাপদ রয়েছেন, তাহলে তিনি খোদার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকবেন। অতঃপর তিনি বয়আত করে ফেরত যাবার সময় স্টেশনে মৌলবি মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোথা থেকে? উত্তরে তিনি বলেন, কাদিয়ান থেকে বয়আত করে এসেছি। মৌলবি মুহাম্মদ হুসেন সাহেব বলেন, তুমি তো খুবই দুষ্ট! তোমার বাবার কাছে লিখব! তিনি উত্তরে বলেন, মৌলবি সাহেব! যা কিছু হয়েছে সব আপনার কারণেই হয়েছে। অতএব বিরুদ্ধবাদীরা আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়দের হত্যা করতে চায়, তা সত্ত্বেও তাদেরকে রক্ষা করা হয়। খোদা তাদেরকে নিত্যনতুন জ্ঞানের মাধ্যমে সাহায্য করেন এবং সকল ক্ষেত্রে তাদেরকে সম্মানিত করেন।

অনুরূপভাবে, মৌলবি মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী সাহেবের এই দাবিও ছিল যে, আমি মির্যা সাহেবকে ধ্বংস করে দেব। মৌলবি মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যৌবনের বন্ধু ছিলেন এবং তাঁর সাথে সু-সর্ম্পক রাখতেন ও সর্বদা তাঁর (আ.) রচনার প্রশংসা করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির সাথে সাথেই তিনি ঘোষণা দেন যে, আমিই এই ব্যক্তিকে উঠিয়েছিলাম, আর এখন আমিই তাকে ধ্বংস করে দেব। আবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আত্মীয়-স্বজনরাও ঘোষণা দেয়, বরং কতিপয় সংবাদপত্রে এই ঘোষণা ছাপিয়েও দেয় যে, এই ব্যক্তি ব্যবসা খুলে বসেছে, তাই তার প্রতি কারো মনোযোগ দেয়া উচিত নয়। আর এভাবে তারা পুরো পৃথিবীতে তাঁর (আ.) বিষয়ে মন্দ ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি আমার বোধশক্তি হওয়ার পরের কথা; অনেক কাজের লোকই, চাষাবাদের কাজকর্মে যাদেরকে 'কাম্মি' বলা হয়, তারা তাঁর (আ.) বাড়ির কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। [অর্থাৎ যাদেরকে কামলা বলা হতো, চাষাবাদের অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও, এলাকার স্বীকৃত কৃষিজীবি হওয়া সত্ত্বেও তারা তাঁর (আ.) বাড়ির কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়।] এর পেছনে উস্কানিদাতা আসলে আমাদের আত্মীয়-স্বজনরাই ছিল। মোটকথা, আপন-পর সবাই মিলে তাঁকে (আ.) নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু খোদা তাঁর বান্দাকে বলেন, পৃথিবীতে একজন নবী এসেছে, কিন্তু পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নি, তবে খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং উপর্যুপরি প্রবল আক্রমণসমূহ দ্বারা তার সত্যতা প্রকাশ করে দিবেন। এক নিঃস্ব ও অসহায় ব্যক্তি কাদিয়ানের মতো গণ্ডগ্রামে, যেখানে সপ্তাহে মাত্র একবার ডাক আসতো, যেখানে একটা প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত ছিল না, যেখানে এক রূপির আটাও মানুষ পেতো না- সেখানে দণ্ডায়মান হন; আর সেই মানুষটিও এমন মানুষ যিনি কোন মৌলবিও না, কিংবা অনেক সহায়-সম্পত্তির মালিকও না; নিঃসন্দেহে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষ ছিলেন, কিন্তু রাজা ও নবাবদের মতো বিরাট সহায়-সম্পত্তির মালিক ছিলেন না; তিনি দাঁড়িয়ে জগতের সামনে ঘোষণা করেন এবং প্রথম দিনই বলে দেন যে, খোদা আমার নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিবেন; আর আজ কে একথা বলতে পারে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যায়

নি? আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীর এমন কোন প্রান্ত নেই যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন নি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মিথ্যাবাদীর ধ্বংস হওয়ার জন্য তার মিথ্যাচারই যথেষ্ট। কিন্তু যে কাজ আল্লাহ্ তা'লার প্রতাপ এবং তাঁর রসূলের আশিসরাজির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে হয়ে থাকে এবং তা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার হাতে রোপিত চারা হয়ে থাকে, সেটির সুরক্ষা তো খোদ ফিরিশতারা করে থাকেন। কার সাধ্য আছে যে, সেটিকে ধ্বংস করবে? মনে রেখো, আমার জামা'ত প্রতিষ্ঠা যদি নিছক ব্যবসা হয়ে থাকে, [যেভাবে তারা বলতো যে এটি ব্যবসা;] তবে এর নাম-নিশানাও থাকবে না। কিন্তু যদি এটি খোদার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং নিঃসন্দেহে এটি তাঁরই পক্ষ থেকে, তাহলে সারা পৃথিবীও যদি এর বিরোধিতা করে তবুও এটি বৃদ্ধি পাবে ও বিস্তৃত হবে এবং ফিরিশতারা এর সুরক্ষা বিধান করবে, [ইনশাআল্লাহ্]। যদি একজনও আমার সাথে না থাকে এবং কেউ-ই সাহায্য না করে, তবুও আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, এই জামা'ত সফল হবে, ইনশাআল্লাহ্।"

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সামর্থ্য দিন, আমরা যেন তাঁর (আ.) হাতে বয়আত করার কর্তব্য পালনকারী হই এবং তাঁর বাণীকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও পুরস্কাররাজির উত্তরাধিকারী হই; অবিশ্বস্তদের দলভুক্ত না হই, বরং বিশ্বস্তদের মধ্যে পরিগণিত হই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই সৌভাগ্য দান করুন।

আজ আমি একটি ওয়েবসাইটও উদ্বোধন করব বা এর ঘোষণা করব। এটিও তবলীগের, পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী পৌঁছে দেয়ার মাধ্যম। এটি কুর্দি ভাষায় জামা'তের ওয়েবসাইট- islamahmadiyya.krd। এই ওয়েবসাইটের তত্ত্বাবধান করছেন ডা. ইসমাঈল মুহাম্মদ সাহেব, তার সাথে কুর্দি জামা'তের সদস্যদের একটি দলও রয়েছে। এই ওয়েবসাইটের উদ্দেশ্য হলো কুর্দি ভাষাভাষী পাঠকরা যেন প্রথমবারের মতো নিজেরা আহমদীয়া জামা'তের বিশ্বাস সম্পর্কে নিজেদের ভাষায় পড়তে পারে- সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া। এই ওয়েবসাইট মূলত কুর্দি ভাষার 'সোরানী' উপভাষায় বানানো হয়েছে, সেইসাথে 'বাদিনী' উপভাষায়ও কিছু বিষয়বস্তু রয়েছে। ওয়েবসাইটটিতে সংবাদ, প্রবন্ধ, তফসীর, বইপুস্তক, জুমুআর খুতবা ও ভিডিও বিভাগ রয়েছে। কুর্দি অনুবাদ কমিটির সহযোগিতায় এই ওয়েবসাইটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বেশ কিছু সংখ্যক বইসহ অন্যান্য জামা'তী বইপুস্তকও রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই রয়েছে, হযরত খলীফা সানীর বই রয়েছে এবং অন্যান্য জামা'তী রচনাবলী রয়েছে, যার মধ্যে ইসলামী নীতিদর্শন, মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ, জরুরতুল ইমাম, হাকীকাতুল মাহদী, দাওয়াতুল আমীর, মানসবে খিলাফত প্রভৃতি রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা জুমুআর নামাযের পর এই ওয়েবসাইটের উদ্বোধনও হবে। আল্লাহ্ তা'লা একে কল্যাণমণ্ডিত করুন। একইভাবে পৃথিবীতে যে পরিস্থিতি বিরাজমান, সেই বিষয়েও বলতে চাই- দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন এবং মানুষকে সুবুদ্ধি দিন, আর তারা যেন নিজেদের স্রষ্টাকে চিনতে সক্ষম হয়।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)